৩৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 12 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

সেমিনারে বক্তাদের অভিমত

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকার্যকর ও দেশের জন্য অনুপযুক্ত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম শামসুল হক দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কথা বলেছেন। শনিবার ঢাকায় 'উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য' শীর্ষক সেমিনারে তিনি একথা বলেন। সেমিনারে বক্তাগণ বলেছেন, বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকার্যকর, ব্যর্থ এবং দেশের জন্য অনুপযুক্ত। এ ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের চাকরি বা কাজের জন্য যেমন উপযুক্ত করে না, অন্যদিকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণেও তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলে না।

অধ্যাপক এম শামসুল হক তাঁর বক্তৃতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী ও চার বছর মেয়াদী করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

সেমিনারে বলা হয়, বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ৮০ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এদের মধ্যে মাত্র ৪০ শতাংশ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এইচএসসি উত্তীর্ণদের মাত্র ৩০ শতাংশ উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তি হয়। অবশিষ্ট ৭০ শতাংশ হয় কাজের খোঁজে নেমে পড়ে অথবা বেকারত্বের গহ্বরে হারিয়ে যায়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পে কর্মরত যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কেমব্রিজ এডুকেশন কনসালটেন্টস লিঃ-এর দলনেতা ব্যারি টেলর-এর সভাপতিত্বে সেমিনারের মূল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডঃ কাজী সালেহ আহমেদ এ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক এম, শামসুল হক বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে তিনটি ভাষায় শিক্ষা দেয়া হয়। এগুলো হলো ঃ বাংলা (সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে), ইংরেজী (কিন্ডারগার্টেনে) এবং আরবী (মাদ্রাসায়)। এই ত্রিভাষী ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল বাংলা ভাষাকে একমাত্র মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ৫/৬ বছর সময় নিয়ে পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা প্রয়োজন। তবে প্রাথমিক শিক্ষা হতে হবে জীবনমুখী, অর্থবহ ও ব্যবহারোপযোগী।